বিশাল দুটি হাত ধরে রেখেছে সেতুকে

দূর থেকে দেখলে চমকে উঠবেন। বিশালাকায় দুটি হাত ধরে রেখেছে একটি সেতুকে। পর্যটকেরা খুশি মনে হেঁটে বেড়াচ্ছে সেতুটি দিয়ে। বুঝতেই পারছেন এত বড় হাত মানুষ কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর হওয়া সম্ভব নয়। তবে কী দিয়ে তৈরি এই হাত? কারাই বা বানাল? এমন আরও নানা প্রশ্ন নিশ্চয় ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। তাহলে বরং দেরি না করে লেখাটি পড়তে শুরু করুন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ভিয়েতনাম। অদ্ভুত সুন্দর সব পর্বত, গহিন অরণ্য, সাগরসৈকত, স্বচ্ছ জলের উপসাগর; কী নেই এখানে! স্থাপত্য কীর্তির কথা যদি বলেন, সে ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। পুরোনো মন্দির থেকে শুরু করে আধুনিক সব আকাশচুম্বী দালানকোঠা সবকিছুই আছে দেশটিতে। বছর পাঁচেক আগে যোগ হয়েছে এমন আরেক স্থাপত্য আকর্ষণ। সেটা সোনালি এক সেতু আর একে ধরে রাখা বিশালাকায় দুটি কৃত্রিম হাত।

মধ্য ভিয়েতনামে অবস্থিত বিশাল এই হাত দুটি দেখে মনে হতে পারে পাথুরে কোনো পুরোনো স্থাপত্যকর্ম। গায়ে শেওলা আর ফাটলের মতো কিছুরও আভাস পেতে পারেন। তবে এই সবকিছুই আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য! আসলে এটি ইস্পাতের তৈরি একটি কাঠামো। ইচ্ছা করেই একে পুরোনো, পাথুরে চেহারা দেওয়া হয়েছে। এটি ২০১৮ সালের বসন্তে উদ্বোধন হওয়া সোনালি একটি সেতুর পিলার হিসেবে কাজ করছে।

দ্য কাউ ভাং বা গোল্ডেন ব্রিজ নামে পরিচিত সেতুটির অবস্থান হোয়াও ভাংয়ের বা না হিলস এলাকায়। সেতুটি কেবল কারের মাধ্যমে যুক্ত আশপাশের বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন বাগানের সঙ্গে। ডা নাং নামের একটি পর্বতের চূড়ায় সাগর সমতল থেকে ৪ হাজার ৬৩৯ ফুট উচ্চতায় সেতুটি। হেঁটেই শুধু পেরোতে পারবেন। এর দৈর্ঘ্য ৪৯২ ফুট, চওড়া অবশ্য মোটে ১০ ফুট।

তবে সেতুটিকে মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে নিঃসন্দেহে বিশাল দুই হাতের মতো দেখতে স্তম্ভ বা থামগুলো। প্রতি মাসে অন্তত হাজার দশেক পর্যটক আসে হাত জোড়া আর সেতুটি দেখতে। বলা চলে, ভিয়েতনামের ডা নাং এলাকার এটি সবচেয়ে বড় পর্যটন আকর্ষণে পরিণত হয়েছে নির্মাণের পর থেকেই। সেতুটি এবং একে ধরে রাখা আজব হাত দুটি বানিয়েছেন হো চি মিন সিটির প্রতিষ্ঠান টিএ ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার।

পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত একটি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক ও রিসোর্ট বা না হিলস। গোটা পার্কটির একটি অংশ কেবল বিশালাকার দুই হাত ও সেতুটি। এখানে আরও আছে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ছড়ানো কেবল কার লাইন, ইনডোর অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, মন্দির, বাগান, গ্রাম।

জায়গাটিতে পৌঁছা অবশ্য মোটেই কঠিন কিছু নয়। ডা নাং থেকে ট্যাক্সিতে চেপে সহজেই পৌঁছে যাবেন বা না হিলসে। কেবল কারের পার্কিং লটে গাড়িটি আপনাকে নামিয়ে দেবে। এখানে বেশ কয়েকটি কেবল কার লাইন দেখতে পাবেন। একেকটি একেক জায়গায় নামাবে। আপনাকে বেছে নিতে হবে মারশেইলে স্টেশনের কেবল কারটি। এটি গোল্ডের ব্রিজের সবচেয়ে কাছে। মোটামুটি মিনিট বিশেক ভ্রমণ করতে হবে আপনাকে কারে। এই ভ্রমণটাও উপভোগ করার মতো এক ব্যাপার।

একবার সেতুতে পৌঁছে গেলে মুগ্ধ হবেন আপনি। বিশাল দুই হাতের পাশাপাশি সেতু থেকে চারপাশের সবুজ প্রকৃতিও আপনার চোখ জুড়িয়ে দেবে। চারদিকে বর্ণিল সব বাগান আপনার মনোযোগ কেড়ে নেবে। পর্বতের ওপরে অবস্থিত হওয়ায় আবহাওয়াও এখানে শীতল।

সেতুটি ধরে হাঁটার সময়ও একেবারে ভিন্নরকম অনুভূতি হবে আপনার। এত উঁচুতে সোনালি একটি সেতু, যাকে আবার ধরে আছে বিশাল দুটি কৃত্রিম হাত, এর মধ্য দিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর কিসের তুলনা চলে বলুন? যখন চারপাশটা মেঘে ঢেকে যায়, তখন আবার মনে হবে মেঘের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছেন আপনি।

‘জীবন্ত’ পাথর আকারে বড় হয়

চারপাশে ছড়িয়ে আছে নানা আকারের সব পাথর। দেখতেও কেমন অদ্ভুত। হঠাৎ মনে হতে পারে অন্য গ্রহের পাথর পৃথিবীর বুকে চলে এসেছে নাকি! আরও চমকাবেন, যখন শুনবেন এগুলো খুব ধীরে ধীরে হলেও আকারে বড় হয়।

আশ্চর্য এই পাথরের দেখা পাওয়ার জন্য আপনাকে যেতে হবে ইউরোপের দেশ রোমানিয়ায়। ‘ট্রোভান্ট’ নামের এই পাথরগুলো ‘লিভিং রক’ বা ‘জীবন্ত পাথর’ নামেও বেশ পরিচিত। অবশ্য এদের বৃদ্ধি একেবারেই কম, এক হাজার বছরে সর্বোচ্চ দুই ইঞ্চি।

কিন্তু ঘটনা হলো, পাথরের আকার বাড়ে; এটা কীভাবে সম্ভব? এরা তো কোনো প্রাণী নয়। এমনকি গাছও নয়। একটু খোলাসা করা যাক। এই পাথরগুলো মূল অংশটি শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি। এর চারপাশে বালু জমা হয়ে একটার পর একটা স্তর তৈরি হয়। শত শত বছর ধরে ভারী বৃষ্টির ফলে এই পাথরের ওপরের আস্তরণ ভেদ করে ভেতরে ঢোকে পানি। এই জলে থাকে খনিজ পদার্থ। এই খনিজই চুনাপাথরের আস্তরণে শুরু হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া। এতেই একটু একটু করে ফুলে আকার বাড়ে ‘ট্রোভান্টে’র।

কাজেই বুঝতেই পারছেন, স্বাভাবিক ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায়ই এর আকার-আকৃতি বদল হয়। রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট থেকে ৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম কসতেসটি। সেখানে গেলেই দেখা মিলবে এসব পাথরের।

আগেই বলেছি, ট্রোভান্ট পাথরের আকার বেশ অস্বাভাবিক এবং একেকটি একেক রকম। কোনো কোনোটি এত ছোট যে আপনার হাতের তালুতে সুন্দর জায়গা হয়ে যাবে। তবে এগুলোর কোনো কোনোটি আবার ব্যাসে সাড়ে চার মিটার পর্যন্ত হয়। অন্তত ২০টি জায়গায় ১০০টির মতো ট্রোভান্টের খোঁজ মেলে। তাদের চারপাশের বালু উত্তোলন করার পরেই সন্ধান মেলে এমন অনেক পাথরের।

ধারণা করা হয়, ভূমিকম্পে ৬০ লাখ বছর আগে এদের জন্ম। রেডিও রোমানিয়া ইন্টারন্যাশনালকে বুইলা-ভানতুরারিতা ন্যাশনাল পার্কের একসময়কার ম্যানেজার ফ্লোরিন স্টোইকান বলেছিলেন, ‘এগুলোর কিছু বেলেপাথর থেকে, অন্যগুলো নুড়ি থেকে তৈরি হয়।’

বছরের পর বছর ধরে মূল পাথরটির ওপর বালু, পাথরের আস্তরণ জমা পড়ছে। সেগুলোকে আঠার মতো জুড়ে রেখেছে চুনাপাথরের আস্তরণ। আর প্রবল বৃষ্টিপাতে এই পাথরের ভেতরে পানি ঢুকে পড়ে। বৃষ্টির জলে থাকে খনিজ পদার্থ। এই খনিজই বাকি কাজটা করে। অর্থাৎ, রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখনো খুব বেশি তথ্য না পাওয়া গেলেও এ কারণেই একটু একটু করে আকারে বড় হয় এসব পাথর। তবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ একেবারে নগণ্য। হাজার-বারো শ বছরে মোটে চার-পাঁচ সেন্টিমিটার।

জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অব রোমানিয়ার ড. মিরসিয়া টিক্লিয়ানু বলেন, ‘রোমানিয়ার ট্রোভান্টগুলোর বয়সে পার্থক্য আছে। এরা কেবল মাটি থেকে উঠে এসেছে তা নয়, এগুলো শিলাস্তর ও বালুর খনিতে পাওয়া যাওয়া বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের বালুর মধ্যেও থাকে।’

ট্রোভান্ট হলো জার্মান শব্দ সেন্ডস্টেইসকনক্রিটইউনেনেন প্রতিশব্দ। এর অর্থ, সিমেন্ট দিয়ে জোড়া লাগানো বালু। ‘ট্রোভান্ট শব্দটি ভূতাত্ত্বিক সাহিত্যে প্রথম ব্যবহার করা হয় রোমানিয়ায়।’ বলেন ড. টিক্লিয়ানু।

সত্যি সত্যি জীবন্ত না হলেও গাছের সঙ্গে একটি বিষয়ে এদের বেশ মিল আছে। তা হলো, ট্রোভান্টগুলো যখন কাটা হয়, তখন ভেতরের স্তরগুলো নজরে আসে। প্রতিটি স্তর বৃদ্ধির সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে। বৈজ্ঞানিক অর্থে জীবিত না হলেও স্থানীয়রা এবং পর্যটকেরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আকার বদলানোয় তাদের ‘জীবন্ত পাথর’ বা ‘লিভিং স্টোন’ বলেই ডাকেন।

বড় ট্রোভান্টগুলো পাশে অনেকগুলো ছোট, অসম্পূর্ণ পাথরও আছে, তবে সবগুলোর আকারেই গোলাকার হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়; উঠে এসেছে গবেষণায়।

কসতেসটি জায়গাটি এ ধরনের পাথরের জন্য বেশি বিখ্যাত হলেও ড. টিক্লিয়ানুসহ অন্যদের করা গবেষণায় উঠে আসে রোমানিয়ার কার্পেথিয়ান অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই এদের দেখা মেলে। কসতেসটি পাথরগুলো বেশি নাম কামানোর কারণ এগুলো আকারে বেশ বড়। কোনো কোনোটার ব্যাস এক মিটারের বেশি। এগুলোর কোনোটা গোলাকার, ডিম্বাকার। তবে অনেকগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে জোড়া লেগে জটিল রূপ পেয়েছে। কসতেসটির ট্রোভান্টগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বড় পাথরের পৃষ্ঠে প্রায়ই ছোট, গোলাকার পাথরের উপস্থিতি চোখে পড়ে।